বাঁ দিক থেকে, জল বেড়েছে ভাগীরথীতে। তার মধ্যেই চলছে মাছ ধরার নৌকা। কালনায়। আনাজ খেতে জমেছে জল, আউশগ্রামের সাঁতলায়। *নিজস্ব চিত্র*

বাড়ছে নদীর জল, চিন্তা

কালনা, আউশগ্রাম: লাগাতার বৃষ্টি আর বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার কারণে কালনা মহকুমার বিভিন্ন নদীতে বাড়তে শুরু করেছে জলস্তর। জল বেড়েছে আউশগ্রামে অজয়েও। চিন্তিত চাষি ও নদী তীরবর্তী গ্রামের বাসিন্দারা। কালনার চারটি ব্লকের বিভিন্ন এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে ভাগীরথী। বুধবার থেকে নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন নদীর জলস্তর ছিল চরম বিপদ সীমার বেশ কিছুটা নীচে, ৫.৩৯ মিটার। জলস্তর ৭.৬৩ মিটার গেলে তা বিপদ সীমায় পৌঁছয়। ৮.২৪ মিটার ছুঁলে হয় চরম বিপদ সীমা। জল বাড়তে শুরু করেছে খড়ি, বেহুলা, গুরজোয়ানির মতো নদীগুলিতেও। পূর্বস্থলী ২ ব্লকের ঝাউডাঙার বাসিন্দা, প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য নির্মল দে বলেন, “বুধবার থেকে ভাগীরথীর উপচে প্লাবিত করেছে এলাকার চাষের মাঠ। পাট গাছ কাটার কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে। বিভিন্ন জলাধার থেকে জল আরও ছাড়া হবে শুনছি। এর পর জল বাড়লে তা গ্রামের ভিতরেও ঢুকে পড়বে।” পূর্বস্থলী ২ ব্লকের চাষি পরিমল মণ্ডলের বক্তব্য, “চিন্তা বাড়ছে। পুজোর সময়ে তোলার জন্য জমিতে বেশ কিছু ফুলকপি, বাঁধাকপি লাগিয়েছি। নদীর জল জমিতে এলে সব পচে নষ্ট হয়ে যাবে।” বুধবার দিনভর বৃষ্টির জেরে রাতে অজয়ে জল বাড়লেও বৃহস্পতিবার জলস্তর অনেকটাই কমে। আউশগ্রামের নদী তীরবর্তী সাঁতলার ধুকুর এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়। ২০২১ সালে ধুকুরে অজয়ের বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। অজয়ে জল বাড়লেই আতঙ্ক ফিরে আসে। বুধবার নদীর জল ফুলেফেঁপে ওঠায় ধুকুর এলাকায় নদীর চরের একাংশে ধস নামে। তবে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জল কমতে শুরু করায় স্বস্তি ফেরে।

এদিন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকেরা এলাকা পরিদর্শন করে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের দাবি, উদ্বেগ বা আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। তবে অতিবৃষ্টিতে এলাকার বিস্তীর্ণ ফসলের খেতে জল জমেছে। দ্রুত জল নিকাশি না হলে আনাজের ক্ষতির আশঙ্কা করছেন আউশগ্রামের চাষিও। কালনা মহকুমা প্রশাসনের এক কর্তার কথায়, “নদীর জল বাড়ার বিষয়টি নিয়ে তাঁরা সতর্ক আছেন। নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।” *নিজস্ব সংবাদদাতা*

খেলার মাঠে

অনূর্ধ্ব ১২ ফুটবল

বড়শুল: **অনূর্ধ্ব ১২ বালকদের ফুটবল খেলা হল বড়শুল সিডিপি হাই স্কুল মাঠে। এ দিন অভিভাবক একাদশ ও জেএসএস ফুটবল কোচিং সেন্টার একাদশের মধ্যে খেলা হয়। খেলায় জেএসএস ফুটবল কোচিং সেন্টার একাদশ ৩-১ গোলে অভিভাবক একাদশকে পরাজিত করে। জয়ী দলের অরূপ মুদি, আকাশ সরেন ও সৌরিক মণ্ডল ১টি করে গোল করে। পরাজিত দলের সৃজন টুডু ১টি গোল করে ব্যবধান কমায়। আয়োজক সংস্থার দিপু সানা জানান, জয়ী দলের অরূপ মুদি খেলার সেরা হয়।**

তৃতীয় ডিভিশন ফুটবল

বর্ধমান: **বর্ধমানের রাধারানি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগের খেলায় জয় পেল কল্পতরু ক্লাব। এ দিন তারা বিবেকানন্দ সেবক সঙ্ঘকে ৩-২ গোলে হারিয়ে দেয়।**

তৃতীয় ডিভিশন ফুটবল লিগ রাধারানি স্টেডিয়ামে। *নিজস্ব চিত্র*

বড়শুল সিডিপি হাই স্কুল মাঠে।

কৃষক সেতু বেহাল, পূর্ত দফতর ঘেরাও

বর্ধমান: বালির গাড়ির চাপে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে কৃষক সেতুর উপরে। অভিযোগ, বৃষ্টির জল জমে সেগুলি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। সেতু দিয়ে মাত্রাতিরিক্ত ভারী যান চলাচল এবং সেতুর নীচ থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলার অভিযোগে সরব হয়েছে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিইউসি। সেতুর দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণের দাবিতে বৃহস্পতিবার জেলা পূর্ত দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দফতর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন সংগঠনের সদস্যেরা। জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি গৌরব সমাদ্দারের দাবি, কৃষক সেতুর উপর দিয়ে হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ যাতায়াত করেন। এ ছাড়া প্রতি দিন বিপুল সংখ্যায় ভারী যান, বিশেষ করে বালির ট্রাক চলাচল করে। সেতুর নীচ থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলা হয়। গৌরব বলেন, “অবৈধ ভাবে বালি তোলা এবং অতিরিক্ত বালির ট্রাক চলাচলের কারণেই কৃষক সেতুর এই অবস্থা হয়েছে। সেতুর নীচ থেকে বালি তোলা চলতে থাকলে কোনও দিন সেতু দামোদরে ভেঙে পড়বে।”

সেতুর উপরে ভারী যানবাহনের চাপ বাড়লেও সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত গণপরিবহণ নেই বলেও অভিযোগ আইএনটিইউসির। সংগঠনের জেলা সভাপতি বলেন, “সারা রাত শুধু বালির গাড়ি যাতায়াত করছে। অথচ গণপরিহণ কটা আছে?” সেতুর রক্ষণাবেক্ষণে পূর্ত দফতরের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে তারা। দাবি, সেতু বেহাল হলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। দ্রুত সেতুর সংস্কার, ভারী যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ এবং সেতুর নীচ থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলা নিয়ে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে। পূর্ত দফতরের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

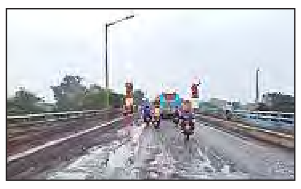

বেহাল কৃষক সেতু। *নিজস্ব চিত্র*

আধার-বিভ্রাটে অন্যের টাকা ঘরে

নিজস্ব সংবাদদাতা

বর্ধমান

দুই জনেরই নাম ঝর্না দাস। এক জনের বাড়ি খণ্ডঘোষের বাদুলিয়ায়। অন্য জন রায়নার পলাশনের দাসপাড়ার বাসিন্দা। অবাক করার মতো বিষয় হল, দু’জনের আধার কার্ডের নম্বর এক। খণ্ডঘোষের ঝর্নার অভিযোগ, তাঁর আধার কার্ড ব্যবহার করে তাঁরই পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে ২৭ হাজার টাকা তুলে নিয়েছেন অন্য ঝর্না। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে।

কী ঘটেছিল? সূত্রের খবর পলাশনের ঝর্না অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদন করেও অনুদান পাননি। তাঁর দু’টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট রয়েছে। তিনি গ্রাহক সেবাকেন্দ্রে গিয়েছিলেন আধার কার্ড নিয়ে। গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের কর্মী শেখ জহিরুলকে আধার কার্ডটি দেখান ঝর্না। ওই আধার কার্ডের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের ‘ডিবিটি’ লিঙ্ক ছিল।

ঝর্না দেখেন, ওই অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু টাকা জমা হয়েছে। তিনি ২৭ হাজার টাকা তুলে নেন। পরে জানা যায়, আসলে ওই অ্যাকাউন্টটির মালিক খণ্ডঘোষের ঝর্না। তাঁর মোবাইলে ২৭ হাজার টাকা তোলার মেসেজ গিয়েছিল। তিনি সেই মেসেজ পেয়ে ব্যাঙ্কে গিয়ে দাবি করেন, তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে ২৭ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঝর্না জানতে পারেন, টাকা তোলা হয়েছে গ্রাহক সেবাকেন্দ্র থেকে। তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতে ওই কেন্দ্রে আসেন। তার পরেই জানা যায়, দুই ঝর্নারই আধার কার্ডের নম্বর এক। খণ্ডঘোষের ঝর্নাকে পুলিশে অভিযোগ দায়েরের পরামর্শ দেওয়া হলে তিনি তা করেন। জহিরুল পুলিশকে তাঁর বক্তব্য জানান। পুলিশ রায়নার ঝর্নার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওই ঝর্না দাবি করেন, তিনি নিজের আধার কার্ড ব্যবহার করেই টাকা তুলেছিলেন। ওই অ্যাকাউন্টটি যে তাঁর নয়, তা তিনি জানতেন না।পুলিশ দুই ঝর্নাকে ব্যাঙ্কে গিয়ে ঘটনা খুলে জানাতে বলে। খণ্ডঘোষের ঝর্নার দাবি, ‘‘আধারের নম্বর এক থাকায় গণ্ডগোল হয়েছে বলে জেনেছি। খোয়া যাওয়া টাকা আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। কিন্তু এখনও হাতে পাইনি। যতক্ষণ না পাচ্ছি, তত ক্ষণ কিছু বলতে পারছি না।’’

মারধরে ধৃত প্রৌঢ়

শক্তিগড়: মহিলাকে মারধর, খুনের চেষ্টা ও যৌন হেনস্থার অভিযোগে এক প্রৌঢ়কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বর্ধমান সিজেএম আদালতে ধৃতের সাত দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ হয়। পুলিশ জানায়, মহিলার দাবি, ২০১৮ সালে পঞ্চায়েত ভোটের পরে বিজেপি করার কারণে ওই ব্যক্তি তাঁর স্বামীকে মারধর করে। অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে ওই বছরই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়। অভিযোগ জানালেও পুলশ ব্যবস্থা নেয়নি। বুধবার সকালে ওই মহিলা অভিযুক্তের বাড়িতে গিয়ে স্বামীকে মারধরের বিষয়ে জানতে চান। তখন তাঁকে মারধর, গলা টিপে খুনের চেষ্টা এবং যৌন হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে আশপাশের বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করেন। মহিলা নিজেই থানায় অভিযোগ করেন।

পঞ্চায়েতে বিধায়ক

রায়না: পঞ্চায়েতে আচমকা পরিদর্শনে গেলেন রায়নার বিধায়ক সুভাষ পাত্র। বৃহস্পতিবার রায়না ১ ব্লকের নাড়ুগ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে বিভিন্ন দফতরের কাজ ও সাধারণ মানুষকে দেওয়া পরিষেবার মান নিয়ে খোঁজ নিলেন তিনি। পরিদর্শনের পরে বিধায়ক বলেন, “মানুষকে সঠিক পরিষেবা দিতে আমরা বদ্ধপরিকর। এখনও এই পঞ্চায়েত আমাদের দখলে আসেনি, তবু পঞ্চায়েতের কর্মীরা কী ভাবে পরিষেবা দিচ্ছেন, দেখতে এসেছি।”

পাতাবাহার

AI-সহায়ক PET-CT: ক্যান্সার নির্ণয় এখন আরও নিখুঁত

ক্যান্সার চিকিৎসায় সঠিক সময়ে নির্ভুল রোগ নির্ণয় অত্যন্ত জরুরি। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আবিষ্কার হলো PET-CT স্ক্যান। বর্তমানে এর সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) যুক্ত হয়ে প্রযুক্তিটি এক অনন্য মাত্রায় পৌঁছেছে।

প্রশ্ন: PET-CT কী?

উত্তর: এটি একটি অত্যাধুনিক ইমেজিং টেস্ট। এর মাধ্যমে শরীরের ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন এবং কোষের কার্যকলাপ একইসঙ্গে নিখুঁতভাবে দেখা যায়।

প্রশ্ন: এটি কেন করা হয় ও এর থেকে কী জানা যায়?

উত্তর: শরীরে ক্যান্সারের উপস্থিতি বা চলমান চিকিৎসা কতটা কার্যকর, তা বুঝতে এই স্ক্যান করা হয়। এর মাধ্যমে ক্যান্সারের সঠিক অবস্থান, বিস্তৃতি (স্টেজিং) এবং টিউমারের সক্রিয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভুল তথ্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন: PET-CT কীভাবে করা হয়?

উত্তর: এটি সম্পূর্ণ ব্যথাহীন পদ্ধতি।

পূর্ব ভারতে প্রথম
বি. পি. পোদ্দার হসপিটালে

স্ক্যানের আগে রোগীকে বিশেষ ধরনের একটি তরল ওষুধ দেওয়া হয়, যা শরীরের ভেতরের অস্বাভাবিক কোষগুলোকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রোগীকে মেশিনে শোয়ানো হয় এবং ক্যান্সার কোষগুলো মেশিনের ছবিতে উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে।

প্রশ্ন: প্রচলিত এবং AI-Assisted PET-CT-এর মধ্যে তফাৎ কী?

উত্তর: AI-Assisted PET-CT স্ক্যানের সময় ক্যান্সার কোষের সামান্যতম অস্বাভাবিক বৃদ্ধিও AI-এর চোখ এড়ায় না। শরীরের কোথায় এবং কতটা গভীরে ক্যান্সার ছড়িয়েছে, তার একদম নিখুঁত ছবি AI-এর মাধ্যমে ফুটে ওঠে। এর পাশাপাশি, ভবিষ্যতে শরীরের আর কোন অংশে ক্যান্সার ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে, এই স্ক্যানের মাধ্যমে তারও আগাম পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

বি. পি. পোদ্দার ক্যান্সার হসপিটাল
নিউ আলিপুর
62922 35652 / 85850 35846

পংজাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই-অকশন সেল নোটিস তারিখ: ২৪.০৯.২০২৬

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
শ্রী দুর্গা মার্কেট, ৩য় তল, পুলিশ লাইন বাজার, পোঃঅঃ শ্রীপল্লী, বর্ধমান, ৩– ৭১৩১০৩, ই-মেল: bo819300@pnb.bank.in

অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য সেল নোটিস

অস্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস
বায়না জমা এবং কাগজপত্র দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়:

অস্থাবর পরিসম্পদ (নিম্নে বর্ণিত)	ডাক দাখিলের তারিখ	সময় পর্যন্ত
১	২৪.০৯.২০২৬	বেলা ০২.০০টা পর্যন্ত

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত অস্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদার-এর নিকট রেহানাবদ্ধ/দায়বদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার বাস্তবিক দখল ব্যাঙ্কের জামিনযুক্ত পাওনাদার স্বরূপ নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণ-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণি-তে উল্লেখিত তারিখে **“যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে” এবং “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে”** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণি-তে উল্লেখ করা হইল। **নিম্নের সারণিতে উল্লেখিত সংরক্ষিত মূল্য জিএসটি বাদ দিয়া ধরা হইয়াছে।**
এইচওয়ান ডাক পরিমাণের উপর জিএসটি (সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে) প্রযোজ্য হইবে

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফশিল

ব্রাঞ্চের নাম ও ঋণগ্রহীতার ঠিকানা	অস্থাবর পরিসম্পদের বিবরণ ও মালিকের নাম	১। ডিমান্ড নোটিসের তারিখ ২। দখলের নোটিসের তারিখ ৩। দাবির পরিমাণ ৪। সিজারের তারিখ	১। সংরক্ষিত মূল্য ২। বায়না জমা ৩। ডাকবৃদ্ধির পরিমাণ	বিক্রয়ের তারিখ ও সময়
ব্রাঞ্চের নাম: **মেমারি (০২০৯২০)** **ঋণগ্রহীতা: প্রণব ঘোষ** কালীবেলে, ঘোষপাড়া, নন্দিয়াড়া পোঃ.অঃ.- কালীবেলে জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১৩১৪৬	**হাইপথিকেশন: YANMAR COMBINE HARVESTER – AW70GV** **শ্যাসি নং: CBJ-801870** **ইঞ্জিন নং: A5507A** **মালিক: প্রণব ঘোষ**	১। ০৪.১০.২০২৪ ২। ১৭.১২.২০২৪ ৩। টাঃ ২৪,০৩,২৬৯.৫৩ (চব্বিশ লক্ষ তিন হাজার দুইশত ঊনসত্তর টাকা তিপ্পান্ন পয়সা), **৩০.০৯.২০২৪ তারিখমতো** তদুপরি উহার উপর আরও সুদ ও চার্জ, পুরা পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত ৪। ২০.০১.২০২৫ **বাস্তবিক দখল**	১। টাঃ ৮,০৩,০০০.০০ ২। টাঃ ৮০,৩০০.০০ ৩। টাঃ ১০,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টা

শর্তাবলি:
এই বিক্রয় নিম্নোক্ত শর্তাবলি সাপেক্ষ হইবে:

১। **সম্পত্তিসমূহ “যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে” ও “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে” বিক্রয় করা হইবে।**
২। উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতো বিবৃত করা হইয়াছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাদ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩। ডাকদাতাগণের দায়িত্ব হইবে যে, তাঁহারা ডাক দাখিল করিবার পূর্বে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও স্পেসিফিকেশন যথাযথ পরিদর্শন করিয়া উহার অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইবেন। নিলামে তোলা সম্পত্তিসমূহ পরিদর্শনের অনুমতি আগ্রহী ডাকদাতাগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে নথিপত্র ও ই.এম.ডি. জমা দেওয়ার শেষ তারিখ পর্যন্ত প্রদান করা হইবে। ব্যাঙ্কের জ্ঞাতমতো উক্ত সম্পত্তিসমূহের উপর কোনও দায় নাই। অনুমোদিত অফিসার অথবা ব্যাঙ্ক, নিলামকরা সম্পত্তি/সম্পদের ক্ষেত্রে সরকার অথবা অন্য কোনও ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদেয় কোনও চার্জ, লিয়েন, দায় অথবা অন্য কোনও বকেয়া/দায়ের জন্য দায়ী থাকিবে না। আগ্রহী ডাকদাতাকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে যে, নিলামে তোলা অস্থাবর সম্পত্তির উপর বিদ্যমান কোনও দায়, আইনানুগ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বিদ্যুৎ বাবদ বকেয়া ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে যথাযথ অনুসন্ধান করিয়া লইবেন।
৪। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবসাইট **https://www.baanknet.com**-তে ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত **২৪.০৯.২০২৬ তারিখ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টা** পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে।
৫। **বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট: www.baanknet.com**
৬। বিক্রয়ের শর্তাবলি সম্পর্কে কোনও খোঁজখবরের জন্য আগ্রহী ডাকদাতাগণ নিম্নোক্তের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন: **শ্রী নয়ন রঞ্জন পুরোহিত (চিফ ম্যানেজার), মোঃ ৮৮২৭৬ ৫০৮৮৮**

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬
স্থান: বর্ধমান

স্বাঃ/- শ্রী নয়ন রঞ্জন পুরোহিত, অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি-বর্ধমান

পংজাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

ই-অকশন সেল নোটিস তারিখ: ২৪.০৯.২০২৬

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
শ্রী দুর্গা মার্কেট, ৩য় তল, পুলিশ লাইন বাজার, পোঃঅঃ শ্রীপল্লী, বর্ধমান, পিন– ৭১৩১০৩, ই-মেল: bo819300@pnb.bank.in

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য সেল নোটিস

ইএমডি (বায়না জমা) এবং কাগজপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২৪.০৯.২০২৬ বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট রেহানাবদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)এর বিধানাবলির সহিত পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর/ অস্থাবর পরিসম্পৎ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদার-এর নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার কনস্ট্রাকটিভ/বাস্তবিক/প্রতীকী দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণ-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণি-তে উল্লেখিত তারিখে **“যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে” এবং “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে”** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে।
সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণি-তে উল্লেখ করা হইল।

স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক্র নং	ব্রাঞ্চের নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টরের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তিসমূহের বিবরণ ও মালিকের নাম	(ক) ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) দাবির পরিমাণ (গ) দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (খ) বায়না জমা (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ই-অকশনের তারিখ/ সময় জামিনযুক্ত পাওনাদারের জ্ঞাত দায়ের বিবরণ
১।	**ব্রাঞ্চের নাম:** **বর্ধমান মেডিকেল কলেজ (১৪১৮২০)** **মেঃ রাকেশ এন্টারপ্রাইজ** **স্বত্বাধিকারী: আব্দুল আলিম** গ্রাম – গোদা, বাঁধপাড়া, লাকুর্দি, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩১০২ **আব্দুল আলিম**, পিতা – মহঃ মোস্তাফা গোদা, বাঁধপাড়া, লাকুর্দি, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩১০২ **মহঃ মোস্তাফা (গ্যারেন্টর)** গোদা, বাঁধপাড়া, লাকুর্দি, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩১০২ **আসুরা বিবি (গ্যারেন্টর/বন্ধকদাতা)** স্বামী – মহঃ মোস্তাফা গোদা, বাঁধপাড়া, লাকুর্দি, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩১০২ অ্যাকাউন্ট নং: 1418250021298 (CCOTH) 1418304726267 (DLCOV) 1418304726911 (TLGCL)	নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তি, অবস্থান: জেলা – পূর্ব বর্ধমান, মৌজা – গোদা, জে. এল. নং – ৪১, এল. আর. খতিয়ান নং – ১০২, ১০৩, ৩৪৮, ৪২৮, ৯০৮, ২৫৯৪, আর. এস. খতিয়ান নং – ১৮৪০ ও ১৮৪১, আর. এস. প্লট নং – ১২২২, এল. আর. প্লট নং – ১৩৩১, এরিয়া – ৩৬০ বর্গফুট ন্যূনাধিক, রেজিস্টার্ড বিক্রয় দলিল নং – ০০২৩৬/২০১৩ অনুসারে, **আসুরা বিবি**, স্বামী – শেখ মহঃ মোস্তাফার **নামে**, এ. ডি.এস.আর. বর্ধমানে রেজিস্টার্ড।	(ক) ৩১.০৭.২০২১ (খ) টাঃ ৩৫,৭৮,৩৯৭.৫৬ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার তিনশত সাতানব্বই টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা) - **৩০.০৬.২০২১** তারিখমতো তৎসহ আরও সুদ ও ব্যাঙ্কের চার্জ, পুরা পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত (গ) ১৮.১১.২০২১ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ১০,৪৮,০০০.০০ (খ) টাঃ ১,০৪,৮০০.০০ (গ) টাঃ ২৫,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নহে
২।	**ব্রাঞ্চের নাম:** **জি. টি. রোড বর্ধমান (০৫৪১০০)** **মেঃ শান্তি ট্রেডিং** **স্বত্বাধিকারী: শ্রী স্বরূপ যশ** গ্রাম – শিহিগ্রাম, পোষ্ট – পরাজ, গলসি – ১ পূর্ব বর্ধমান, পিন – ৭১৩৪০৩ **শ্রী জয় চাঁদ রায়** গুসকারা রেলপুর, ওয়ার্ড নং – ১২, হনুমান মন্দিরের নিকট পূর্ব বর্ধমান, পিন – ৭১৩১২৮ **শ্রী সুব্রত যশ** গ্রাম – শিহিগ্রাম, পোষ্ট – পরাজ, গলসি – ১ পূর্ব বর্ধমান, পিন – ৭১৩৪০৩ **অ্যাকাউন্ট নং:** **0541008700004722 (CCOTH)**	**সম্পত্তি-১:** নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তি, অবস্থান: মৌজা – গুসকারা, বর্ধমান, জে. এল. নং – ১১০, খতিয়ান নং – ১৮৫০, বর্তমান এল. আর. খতিয়ান নং – ৭৬২৬, প্লট নং – ৩৪৮/৪২০৪, হোল্ডিং নং – ৭২, মহল্লা – শিবতলা রোড, ওয়ার্ড নং – ৫, এরিয়া – ০.১০ একর, **শ্রী জয় চাঁদ রায়ের নামে**, রেজিস্টার্ড দানপত্র নং – I-৩৩১১/২০১৩, তারিখ ২০.০৮.২০১৩, এ.ডি.এস.আর. গুসকারায় রেজিস্টার্ড। **সম্পত্তি-২:** নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তি, অবস্থান: শিহিগ্রাম, মৌজা – শিহিগ্রাম, থানা – গলসি, বর্ধমান, জে. এল. নং – ৪৯, এল. আর. খতিয়ান নং – ৪২৭ ও ৪২৮, প্লট নং – ৫২২ ও ৫২৩, এরিয়া – ০.১০ একর, **শ্রী স্বরূপ যশ ও শ্রী সুব্রত যশের নামে**, রেজিস্টার্ড দানপত্র নং – ১৮৭২/২০১০, তারিখ ২৬.০৪.২০১০, ডি.এস.আর.-I বর্ধমান-এ রেজিস্টার্ড।	(ক) ৩১.১০.২০১৪ (খ) টাঃ ৮২,৬০,৫৭০.০০ **(বিরাশি লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশত সত্তর টাকা) - ২২.১০.২০১৪ তারিখমতো** তৎসহ আরও সুদ ও ব্যাঙ্কের চার্জ, পুরা পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত (গ) ২৪.০৭.২০১৫ (ঘ) প্রতীকী দখল (সম্পত্তি নং ১-এর জন্য) বাস্তবিক দখল (সম্পত্তি নং ২-এর জন্য)	সম্পত্তি ১-এর জন্য (ক) টাঃ ২৩,৮৩,০০০.০০ (খ) টাঃ ২,৩৮,৩০০.০০ (গ) টাঃ ২৫,০০০.০০ সম্পত্তি ২-এর জন্য (ক) টাঃ ১৭,১৭,০০০.০০ (খ) টাঃ ১,৭১,৭০০.০০ (গ) টাঃ ২৫,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নহে
৩।	**ব্রাঞ্চের নাম:** **নিম্বুজ বাজার (১৪৯৫০০)** **কেজিএন প্লাস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ** **স্বত্বাধিকারী: মীর সাজ্জাদ খিচি** গ্রাম – সূর্যপুর, পোষ্ট – আটঘোরিয়া, থানা – কালনা, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩৪০৫ **মীর সাজ্জাদ খিচি** **স্বত্বাধিকারী: কেজিএন প্লাস্ট ইন্ডাস্ট্রিজ** ৩৯৬/২, জি. টি. রোড, উত্তর সালকিয়া, হাওড়া কর্পোরেশন, জেলা – হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১১১০৬ **অ্যাকাউন্ট নং:** **1495008700003597 (CCMPP)** **149500CN00000011 (TLMPP)** **149500CN00000020 (TLMPP)**	সম্পত্তি-১: নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তি, অবস্থান: জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পোষ্ট – আটঘোরিয়া, থানা – কালনা, মৌজা – সূর্যপুর, জে. এল. নং – ৫৯, এল. আর. খতিয়ান নং – ২২৮২, প্লট নং – ১৫০৮, শ্রেণী – কারখানা, মোট এরিয়া – ০.১৪ একর, **মীর সাজ্জাদ খিচি**, পিতা – হাজী মহঃ ইসহাক খিচির নামে, দলিল নং – I-৩৪৩৩/২০২১, তারিখ – ০৭.০৯.২০২১ অনুসারে, এ. ডি.এস.আর. কালনা, পূর্ব বর্ধমানে রেজিস্টার্ড। **সম্পত্তি-২:** নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তি, অবস্থান: জেলা – পূর্ব বর্ধমান, গ্রাম পঞ্চায়েত – সুলতানপুর, থানা – কালনা, মৌজা – উত্তরা, জে. এল. নং – ২৪, এল. আর. খতিয়ান নং – ১০৮৫, এল. আর. প্লট নং – ৮৯৪, শ্রেণী – বাস্তু, মোট এরিয়া – ০.০৫ একর, **মীর সাজ্জাদ খিচি**, পিতা – হাজী মহঃ ইসহাক খিচির নামে, বিক্রয় দলিল নং – I-৩৪৩৯/২০০৩, তারিখ – ২৩.০৪.২০০৩ এবং দলিল নং – I-১৮৮৯/২০২০, তারিখ – ১০.০৪.২০২০ অনুসারে এ.ডি.এস.আর. কালনা, পূর্ব বর্ধমানে রেজিস্টার্ড।	(ক) ০৯.১০.২০২৫ (খ) টাঃ ৮১,৮১,৮০৭.৭৬ **(একাশি লক্ষ একাশি হাজার আটশত সাত টাকা ছিয়াত্তর পয়সা) - ৩০.০৯.২০২৫ তারিখমতো** তৎসহ আরও সুদ ও ব্যাঙ্কের চার্জ, পুরা পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত (গ) ২৫.০২.২০২৬ (ঘ) প্রতীকী দখল	সম্পত্তি-১ (ক) টাঃ ৬৪,৯২,০০০.০০ (খ) টাঃ ৬,৪৯,২০০.০০ (গ) টাঃ ২৫,০০০.০০ সম্পত্তি-২ (ক) টাঃ ১৮,৬০,০০০.০০ (খ) টাঃ ১,৮৬,০০০.০০ (গ) টাঃ ২৫,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নহে
৪।	**ব্রাঞ্চের নাম:** **বর্ধমান মেডিকেল কলেজ (১৪১৮২০)** **মেঃ নয়ন ইলেকট্রিক** **স্বত্বাধিকারী: শ্রী অশোক চ্যাটার্জি** ২০, কে. বি. সেন্ট্রাল মেন রোড, ওয়ার্ড নং – ৭, বাদামতলা, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩১০১ **শ্রী অশোক চ্যাটার্জি**, পিতা – কাশী নাথ চ্যাটার্জি চাঁদমারি রোড, বাদামতলা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩১০১ **শ্রীমতী স্নিগ্ধা চ্যাটার্জি (গ্যারেন্টর)** স্বামী – শ্রী অশোক চ্যাটার্জি, চাঁদমারি রোড, বাদামতলা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭১৩১০১ **অ্যাকাউন্ট নং: 1418250021720 (CCOTH), 1418304726850 (TLGCL)**	সম্পত্তির ইএম, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, মৌজা – নারি, জে. এল. নং – ৭০, আর. এস. খতিয়ান নং – ৬২৫, এল. আর. খতিয়ান নং – ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, বর্তমান এল. আর. খতিয়ান নং – ১২৯৪৩ ও ১২৯৪৪, আর. এস. প্লট নং – ৩৮৯, এল. আর. প্লট নং – ৩৮৯, এল. আর. প্লট নং – ৬৩৮, এরিয়া – ৪০৫.১৭ বর্গফুট ন্যূনাধিক, **শ্রী অশোক চ্যাটার্জি**, পিতা – কাশীনাথ চ্যাটার্জি এবং **শ্রীমতী স্নিগ্ধা চ্যাটার্জির** নামে, বিক্রয় দলিল নং – ০৮২৪৭/২০১২ অনুসারে এ.ডি.এস.আর. বর্ধমানে রেজিস্টার্ড।	(ক) ১৩.০৭.২০২২ (খ) টাঃ ৫২,৭৯,৫৯০.৮১ **(বাহান্ন লক্ষ ঊনআশি হাজার পাঁচশত নব্বই টাকা একাশি পয়সা) - ৩০.০৬.২০২২ তারিখমতো** তৎসহ আরও সুদ ও ব্যাঙ্কের চার্জ, পুরা পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত (গ) ০৩.০১.২০২৩ প্রতীকী) ০২.০৭.২০২৬ (বাস্তবিক) (ঘ) বাস্তবিক দখল	(ক) টাঃ ১২,০০,০০০.০০ (খ) টাঃ ১,২০,০০০.০০ (গ) টাঃ ২৫,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নহে
৫।	**ব্রাঞ্চের নাম:** **বর্ধমান বি. সি. রোড (৩১৯৪০০)** **মেঃ ইসলামালি হার্ডওয়্যার** **স্বত্বাধিকারী – শেখ মনিরুল ইসলাম** **শেখ মনিরুল ইসলাম (এইচবিএল ঋণগ্রহীতা ও স্বত্বাধিকারী: মেঃ ইসলামালি হার্ডওয়্যার)** পিতা – বাসেদ আলি শেখ, গ্রাম – সাজিপুর, চৌবেড়িয়া, পোষ্ট – পরাতল, থানা – জামালপুর, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পিন – ৭১৩৪০৮ **রোজিনা পারভিন (এইচবিএল সহ-ঋণগ্রহীতা)** স্বামী – শেখ মনিরুল ইসলাম, গ্রাম – সাজিপুর, চৌবেড়িয়া, পোষ্ট – পরাতল, থানা – জামালপুর, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পিন – ৭১৩৪০৮ **বাসেদ আলি শেখ (এইচবিএল সহ-ঋণগ্রহীতা ও গ্যারেন্টর: মেঃ ইসলামালি হার্ডওয়্যার)** গ্রাম – সাজিপুর, চৌবেড়িয়া, পোষ্ট – পরাতল, থানা – জামালপুর, জেলা – পূর্ব বর্ধমান, পিন – ৭১৩৪০৮ **অ্যাকাউন্ট নং: 3194008700002321 (CCOTH), 319400NC00005708 (TLPHL)**	নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তি, রেজিস্টার্ড দলিল নং – I-২০৭৮, তারিখ – ২১.০৭.২০১০, এ.ডি. এস.আর. জামালপুর-এর অধীন, পাঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা ও জেলা – বর্ধমান, মৌজা – চৌবেড়িয়া, জে. এল. নং – ১১, আর. এস. প্লট নং – ৬০৭, এল. আর. প্লট নং – ৭০৮, আর. এস. খতিয়ান নং – ৩০, এল. আর. খতিয়ান নং – ৫০৩, এরিয়া – ৩.৮৩৩ শতক, শ্রেণী – বাস্তু, দোকানে রূপান্তরিত, **শেখ মনিরুল ইসলামের নামে।**	(ক) ২৩.০৫.২০১৯ (খ) টাঃ ৪৫,১৮,০২৭.৪৯ **(পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আঠারো হাজার সাতাশ টাকা ঊনপঞ্চাশ পয়সা) - ৩১.০৩.২০১৯ তারিখমতো** তৎসহ আরও সুদ ও ব্যাঙ্কের চার্জ, পুরা পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত (গ) ০৫.০৯.২০১৯ (ঘ) প্রতীকী দখল	(ক) টাঃ ৩৭,৩৫,০০০.০০ (খ) টাঃ ৩,৭৩,৫০০.০০ (গ) টাঃ ২৫,০০০.০০	২৪.০৯.২০২৬ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নহে

শর্তাবলি:
এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর নির্ধারিত শর্তাবলি ও নিম্নোক্ত আরও শর্ত সাপেক্ষ হইবে:
১।সম্পত্তিসমূহ **“যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে” ও “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে”** বিক্রয় করা হইবে।
২।উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতো বিবৃত করা হইয়াছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাদ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩।নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ওয়েবসাইট **https://baanknet.com**-তে ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত **২৪.০৯.২০২৬ তারিখ বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টা** পর্যন্ত বিক্রয় করা হইবে।
৪। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য দেখুন ওয়েবসাইট: **https://baanknet.com** ও **https://www.pnbindia.in**
৫। ব্যাঙ্ক সম্পত্তি মূলে কোনো সংবিধিবদ্ধ বকেয়ার জন্য দায়ি হইবে না। ক্রেতা স্বয়ং যে কোনও ধরনের কর প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।
৬। বিক্রয়ের শর্তাবলি সম্পর্কে কোনও খোঁজখবরের জন্য আগ্রহী ডাকদাতাগণ নিম্নোক্তের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন: **শ্রী নয়ন রঞ্জন পুরোহিত (চিফ ম্যানেজার), মোঃ ৮৮২৭৬ ৫০৮৮৮**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১) অধীনে সংবিধিবদ্ধ ৩০/১৫ দিনের সেল নোটিস

তারিখ: ০৪.০৯.২০২৬
স্থান: বর্ধমান

স্বাঃ/- শ্রী নয়ন রঞ্জন পুরোহিত, অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, এআরএমবি-বর্ধমান